দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 2 8 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

শিক্ষা ভবনে দুর্নীতির সিন্ডিকেট এখনও বহাল! এক দালাল হাতেনাতে আটক

দূর দূরান্ত থেকে আসা শিক্ষক কর্মচারীরা হয়রানির শিকার, তদন্ত কমিটি গঠন

*াশতাক আহমেদ ॥ শিক্ষা ভবন তথা মাধ্যমিক
উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের দুর্নীতির সিন্ডিকেট
খনও বহাল রয়েছে। প্রকাশ্যে না হলেও
র্তৃপক্ষের অগোচরে নানা ফর্মুলায় এখনও অনিয়ম
দুর্নীতি হচ্ছে। হয়রানির শিকার হচ্ছেন দূর-দূরান্ত
থকে আসা শিক্ষক-কর্মচারীরা। রবিবার শিক্ষা
বনের এক দালালকে হাতেনাতে ধরার পর সে
িক্ষা ভবনের কয়েক কর্মচারী, বাইরের একজন
কাদারসহ দুর্নীতির সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িতদের
াম বলে দিয়েছে। আটক দালালকে থানায় সোপর্দ
রা হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষা ভবনে কর্মরত
দের নাম বলেছে তাদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি
তিয়ে দেখতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা*

*হাবিবুর রহমানকে প্রধান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট
একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
শিক্ষা ভবনের দুর্নীতির বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ
শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর কেএম
আওরঙ্গজেব বলেন, শিক্ষা ভবনের ভেতরে কোন
দুর্নীতি নেই। তাদের অগোচরে কিছু ঘটনা ঘটে
থাকে সেগুলোও কিভাবে বন্ধ করা যায় সেজন্য*

শিক্ষা ভবনে

(প্রথম পাতার পর) ব্যবস্থা নেয়া
চ্ছে। তিনি জানান, কারও বিরুদ্ধে কোন
ভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত করে
াইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।
িক্ষা ভবনের ঘুষ-দুর্নীতি নতুন কোন ঘটনা
য়। অনেক আগে থেকেই শিক্ষা ভবনের
র্নীতি অনেকটা ওপেন সিক্রেট বিষয়।
সব বন্ধে নানা উদ্যোগ নিলেও দুর্নীতির
ন্ডিকেট শক্তিশালী হওয়ায় বারে বারেই
েস্তে যায় উদ্যোগ। সর্বশেষ বিএনপি-
মায়াত জোট সরকারের আমলে শিক্ষা
বনে দুর্নীতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি।
০০৫ সালে তখনকার সরকারেরই একটি
োয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে শিক্ষা ভবনের
র্নীতির ভয়াবহ সিন্ডিকেট এবং কি রেটে
র্নীতি হয় তার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়।
িপোর্টে দুর্নীতির দায়ে শিক্ষা ভবনের ১৪
র্মকর্তা-কর্মচারীর একটি তালিকা করে
দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ
লেও সেই রিপোর্ট আর বাস্তবায়ন
নি। এরমধ্যে একজন প্রভাবশালী
র্মচারী নেতা আছেন, যাকে বাধ্যতামূলক
বসরে পাঠানোর জন্য সেই রিপোর্টে
ুপারিশ করা হয়েছিল। জোট সরকারের
মলে এই কর্মচারী নেতার বিরুদ্ধে কোন
ব্যবস্থা নেয়া যায়নি। বর্তমান সরকার
ক্ষমতায় আসার পর এই কর্মচারী নেতাকে
ন্য একটি কলেজে বদলি করা হলেও
তিনি সেখানে না গিয়ে আইনের আশ্রয় নিয়ে
খনও শিক্ষা ভবনে যাতায়াত করছেন বলে
অভিযোগ পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে তিনি

বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল তাদের
মধ্যে বেশ কয়েকজনকে বর্তমান সরকার
ক্ষমতায় আসার পর বদলি করলেও
কয়েকজন চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ এখনও বহাল
তবিয়তে আছেন। গত এপ্রিলে দুই
কর্মচারীকে ঘুষ নেয়ার সময় হাতেনাতে
আটকও করা হয়। তাছাড়া দুর্নীতির
বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণাকারী বর্তমা
সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা ভবে
দুই বছরের অধিককাল ধরে কর্মর
দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি
প্রস্তাব পাঠাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশ দে
গত মার্চ মাসে। কিন্তু এখনও শিক্ষা ভবে
দুই বছরের অনেক বেশি সময় ধরে কর্মর
কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন, যাদের বিরুদ্
রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। বর্তমান সরকা
ক্ষমতায় আসার পর দুর্নীতিবাজ বে
কয়েকজনকে বদলি করা হলেও শিক্ষ
মহল থেকে দাবি উঠেছে শিক্ষার অন্যত
গুরুত্বপূর্ণ এই সংস্থাকে পুরোপুরি দুর্নীতিমু
না করলে এর নেতিবাচক প্রভাব সারা শিক্ষ
ব্যবস্থা তথা দেশের ওপর পড়বে।

এক দালাল আটক ও দুর্নীতিবাজদের নাম প্রকাশ

জানা গেছে, রবিবার সকাল দশটায় শিক্ষ
ভবনের প্রধান ফটকের কাছে মোস্তফা নামে
এক ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে ঘুরাফে
করছিল। এসময় মোঃ আব্দুর রশি
(সহকারি শিক্ষক, ঘুগরাকাটি ফাজি
মাদ্রাসা, কয়রা খুলনা) তার শিক্ষ
ভাইয়ের টাইম স্কেল সংক্রান্ত কাজে আসে
মোস্তফা তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উ
শিক্ষক তার কারণ জানালে কাজ ক
দেয়ার আশ্বাস দিয়ে বরকত উল্লাহ নামে
একজনের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথ
বলিয়ে দেন। নিরাপত্তাকর্মীদের সন্দেহ হ
মোস্তফাকে আটক করে মাধ্যমিক ও উ
শিক্ষা অধিদফতরের (উপ-পরিচাল
সাধারণ প্রশাসন) দাফতরিক কক্ষে নি
যায়। এসময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে
শিক্ষক-কর্মচারীরা কাজের জন্য মোস্তফা
মোবাইল ফোনে কল করতে থাকেন। উপ
পরিচালক ইকরামুল হক নিজেই ক
রিসিভ করে জানতে পারেন শিক্ষা ভবে
কর্মরত পরিচয়ে তার (মোস্তফা) কা
এমপিও সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন
ফোন আসে। এরপর তাকে উপ-পরিচাল
ইকরামুল হক মাউশির মহাপরিচালক
পরিচালক প্রশাসনসহ অন্য কর্মকর্তাদে
আলোচনা করে মোস্তফাকে শাহবাগ থান
পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন। এসম
আটক মোস্তফাকে জেরা করা হলে সে
শিক্ষা ভবনে কর্মরত অফিস সহকা
ফোরকান আহমেদ, আহসানুল্লাহস
কয়েকজনের নাম বলে দেয়। এরমধ্যে
অফিস সহকারী ফোরকান আহমেদকে
আটক মোস্তফার মুখোমুখি করা হলে তা
সামনেই সে বলতে থাকে এই ফোরকানের
মাধ্যমেই সে কাজ করাত। সে বলে '
ফোরকান ভাই টাকা নিত এবং কাজ করত।
আমি শুধু কাগজপত্র নিতাম। খুশি হয়ে
আমাকে যা দিত তাই নিতাম।" সে জানায়,
তাদের দুজনের বাড়িই পটুয়াখালী জেলায়।
অবশ্য ফোরকান এই অভিযোগ অস্বীকার
করে বলেন, সে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র
করছে। তিনি তার বিরুদ্ধে আনি
অভিযোগও অস্বীকার করে বলেন এটি
মিথ্যা।

মোস্তফা এর বাইরেও তাজ ও বরকত উল্লাহ
নামে দুজনের নাম বলেছে। যার মধ্যে
বরকত উল্লাহ একজন ঠিকাদার এবং তার
বাসা মিরপুর এলাকায়। জানা গেছে এই
বরকত উল্লাহর শিক্ষা ভবনের অনেকের
সঙ্গে সখ্য ছিল। মোস্তফাকে আটকের পর
পুরো শিক্ষা ভবনেই তোলপাড় শুরু হয়ে
যায়। দুপুরে শাহবাগ থানা পুলিশ এসে
মোস্তফাকে আটক করে নিয়ে যায়।
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের
মহাপরিচালক প্রফেসর কেএম আওরঙ্গজেব